স্থানীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রয়োজনীয় টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন বিতরণ বিশেষ করে সমাজের কাছে এখনও গ্রহণযোগ্য নয় যেমন- বেদে, কুলি, ধাত্রী, দিনমজুর, দধি বিক্রেতা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ এখন সময়ের দাবি।

'ওয়াটারশেড নাগরিক ক্ষমতায়ন" কর্মসূচির বা উদ্যোগটি মূল লক্ষ্য সকল জনগণ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন অধিকার ও সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো। উদ্যোগটি বিশ্বাস করে এটি একটি উদহারণ তৈরি করবে, যাতে প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুযায়ী অভীষ্ট বা লক্ষ্যগুলির ম্যাপিং সম্পন্ন করে প্রাসঙ্গিক তথ্য/উপাত্ত ঘাটতি বিশ্লেষণ করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ে এগুলো এখনো বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এবং এর সুফল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এখনো সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ৪ শতাংশ মানুষের কোনো টয়লেট নাই। ১৯টি পুকুরের মধ্যে ৭টি পুন:খননের পরিকল্পনাধীন আর বাজেট বরাদ্দের অবস্থা এবং পানি ও স্যানিটেশনের অবকাঠামোগত ও প্রাপ্যতার তুলনায় বোঝা যায় এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে আরও তৎপর হওয়া জোর তাগিদ দেয়া প্রয়োজন। SDG সহজেই অর্জন হয়ে যাবে না, করতে হবে।

নাগরিক কমিটির অবস্থান ব্যক্ত করার জন্য 'ওয়াটারশেড নাগরিক ক্ষমতায়ন' কর্মসূচির আওতায় প্রস্তুতকৃত 'পজিশন পেপার' (Position paper)-২০১৭

স্থানীয় অংশগ্রহণ ও সর্বজনীন বাজেটের দাবি:অর্থ বছর ২০১৮-১৯

সমাজের সকলের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন, ধরিত্রী সংরক্ষণ এবং সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ১৬৯টি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নানা দলিলে উল্লেখিত যে, যদিও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আরো উচ্চাভিলাষী এবং তা বাস্তবায়নে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মপরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নানা কৌশলপত্র প্রণয়নে জনঅংশ্রহণ এবং এগুলো সঠিক বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত ও ন্যায্য বাজেট বরাদ্দ সূচারুভাবে সম্পন্ন হওয়া খুবই জরুরি। SDG বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বছরের শেষে উদাহরণস্বরূপ একটি অভীষ্টের (সকলের জন্য পানি ও

> "...টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

পয়:নিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা) জনঅংশগ্রহণ এবং বাজেট বরাদ্দ ও প্রাপ্যতার বিচারে কোথায় অবস্থান করছে এবং একটি জেলার কয়েকটি ইউনিয়নের বর্তমান পরিস্থিতি কি? ওয়াটারশেড প্রকল্পের পক্ষে এই পজিশন পেপারে তা তুলে ধরা হয়েছে।

গাঙ্গেয় অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত দেশের একমাত্র ব-দ্বীপ ভোলা। ভোলা সদর উপজেলায় ১৯টি সংরক্ষিত পুকুর এবং ৩১টি খাল রয়েছে। যেখানে পুকুরগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে মৎস চাষ, গোসল ও অন্যান্য কাজে। সরকার সারাদেশে পুকুর পুন:খনন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং ভোলা জেলাও এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। পানির উৎস হিসেবে পুকুরের পানি সহজপ্রাপ্য হওয়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের উপযোগী হওয়া পানি বিধিমালা ২০১৭-এ বলা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সম্প্রতি ৭টি পুকুর খনন করার কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া খালগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ভরাট হয়ে মাঝেমধ্যে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে এবং বিভিন্ন গৃহস্থালী ও ব্যবসায়িক কারণে দূষিত হচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো 'ভোলা খাল' যা এই উপজেলার প্রাণ ভোলা খাল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে সম্প্রতি নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং বাজেট বরাদ্দের বিবেচনায় উল্লেখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত সম্পৃক্ত। এছাড়া পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১ এর তথ্যমতে, ভোলায় বাসকৃত ৯৭% পরিবার টিউবওয়েলের পানি পান করে। বাকী অল্প সংখ্যক

> **"এছাড়া পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১ এর তথ্যমতে, ভোলায় বাসকৃত পরিবারের মধ্যে ৯৭% এ টিউবওয়েলের পানি পান করে, ০.৬% কলের জল এবং অন্যান্য উৎস থেকে ২.৪%। বাসকৃত পরিবারের ৬৪.৬% স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, ৩১.৬% অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন আছে এবং ৩.৮% কোন টয়লেট সুবিধা নেই।"**

(০.৬%) পরিবার কলের জল এবং ২.৪% অন্যান্য উৎস থেকে পানি পান করে। বাসকৃত পরিবারের ৬৪.৬% স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং জনসংখ্যার বড় এক অংশ ৩১.৬% অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ৩.৮% পরিবারের কোন টয়লেটের সুবিধাই নেই।

১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে ৬ নম্বর লক্ষ্য অনুসারে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় বাজেট বরাদ্দকে বিশেষভাবে নজরে আনতে হবে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভোলার ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে জনপ্রতি পানি, স্যানিটেশন বরাদ্দ ছিল মাত্র টাকা ৫১, যা চাহিদার (টাকা ৪৮৩) বিপরীতে ৯ ভাগের ১ ভাগ। তবে আশার কথা হচ্ছে, পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতকে আগে আলাদাভাবে দেখা হতো না, কিন্তু পৃথক অভীষ্ট এবং লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ায় বর্তমানে এই খাতের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথা স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় সমর্থন দিচ্ছে। আগামী অর্থবছর ২০১৮-১৯ স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের জন্য বাজেটে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের জন্য আরও বরাদ্দের জোর দাবি সমাজের নানা মহল থেকে জানানো হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক SDG বাস্তবায়নে জনপ্রতি অতিরিক্ত কাঙ্খিত বরাদ্দ টাকা ১১৪৮ সংকুলান এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

> **"১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে ৬ নম্বর লক্ষ্য অনুসারে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় বাজেট বরাদ্দকে বিশেষভাবে নজড়ে আনতে হবে।"**

সাথে সাথে ২০১৮-১৯ সালের ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, জমি, জলাবদ্ধতা নিরসনে ভোলা খাল সংস্কার, উপজেলা ওয়াশ কমিটিতে